আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩

বিশ্বব্যাপী সাক্ষরতা হারের উন্নয়ন এবং সাক্ষরতার মাত্রা ২০১৫ এর মধ্যে ৫০ ভাগে উপনীত করার আন্তর্জাতিক লক্ষ্যকে কেন্দ্রবিন্দু ধরে গত ফেব্রুয়ারীত মাসে গৃহীত জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দশকের অংশ হিসাবে আজ আমরা প্রথমবারের মতো বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস উৎযাপন করছি ।

বর্তমান বিশ্বে বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা ৮৬ কোটির অধিক, যাদের দুই তৃতীয়াংশ নারী। তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা শুধু এর নিজস্ব বিচারেই অপরিহার্য নয়, তা সহস্রাব্দ ঘোষণার অন্যান্য লক্ষ্যসমুহ অর্জনের পূর্বশর্ত। সাক্ষরতা জীবনভর জ্ঞানার্জনের দ্বার অবারিত করে,যা উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য রক্ষায় অপরিহার্য এবং গনতান্ত্রিক অংশীদার ও সক্রিয় নাগরিকত্বের রাস্তা সুগম করে।

উন্নয়নশীল দেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হলেও কোন সমাজই নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। অনেক উন্নত দেশে সহনশীল অথচ বিচলিত হওয়ার মতো নিরক্ষরতা রয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র দারিদ্র, সামাজিক বিসর্জন ও অসাম্যের সাথে নিরক্ষরতার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

সাক্ষরতার চ্যলেঞ্জ বিচ্ছিন্নভাবে মোকাবেলা করা যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন - সরকার, সুশীল সমাজ, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, নাগরিক গোষ্ঠি, পেশাদার শিক্ষাজীবি এবং বিশেষত পরিবার , বন্ধু ও সহকর্মী - যারা তাদের সাক্ষরতার যোগ্যতার উন্নয়নে সচেষ্ট, এমন সকল পর্যায়ের সমন্বিত উদ্যোগ।

সাক্ষরতা অর্জন ক্ষমতায়নের একটি প্রক্রিয়া, যা লক্ষাধিক মানুষকে জ্ঞান ও তথ্যের বেলাভুমিতে আনন্দগ্রহণের সক্ষমতা দেয়, সুযোগ বৃদ্ধি করে এবং সমৃদ্ধ জীবন গঠনের নানাক্ষেত্র উন্মোচিত করে। আমাদের জানামতে নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের অপরিহার্যতা দেশ-কাল-সমাজ নির্বিশেষে উন্নয়নের কার্যকরী হাতিয়ার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। একারণে সাক্ষরতা দশকের প্রথম দুই বছর নারী সাক্ষরতার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে - যা আমাদের চুড়ান্ত লক্ষ্যসবার জন্য শিক্ষার’ অর্জনের একটি উৎসারণ বিন্দু। আসুন আজ এ শপথ নিয়ে একযোগে কাজকরে এটাই নিশ্চিত করি যে – একবিংশ শতকে গণ-নিরক্ষরতার কোনই স্থান নেই।

** ** **